যুগান্তর

তারিখ . . 27 AUG 2015 . . .
পৃষ্ঠা . . . ৪ . . . কলাম . . . ১ . . .

ঝরে পড়ার ইতিবৃত্ত

কারণগুলো জানা, সমাধান অজানা কেন?

প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার না কমার বিষয়টি উদ্বেগজনক। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করতে সরকারি উপবৃত্তির পাশাপাশি দেশের ৮২টি উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে দুপুরে উন্নতমানের বিস্কুট অথবা রান্না করা খাবার দেয়া হচ্ছে। এরপরও প্রাথমিক পর্যায়ে অন্তত ২১ ভাগ শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ছে, যা মেনে নেয়া কষ্টকর। ইউনিসেফ ও ইউনেস্কোর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে স্কুলের বাইরে থাকা শিশুর সংখ্যা ভারত ও শ্রীলংকার চেয়ে বেশি, তবে পাকিস্তানের চেয়ে কম। সরকারিভাবে সাধারণত বলা হয়, প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত প্রায় শতভাগ শিশুই স্কুলে ভর্তি হয়। তবে ইউনিসেফ ও ইউনেস্কোর দেয়া তথ্যের সঙ্গে সরকারি এ তথ্যের অমিল রয়েছে। বস্তুত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিকে শতভাগ শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এটা সামনে রেখে সরকার লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছার দাবি করলেও সন্দেহ নেই, বর্তমান পরিসংখ্যান এ দাবির যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পুনরায় লেখাপড়ায় ফিরিয়ে আনতে দেশে 'রস্ক'সহ একাধিক প্রকল্প রয়েছে। তারপর-কেন এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যাচ্ছে, তা উদ্ঘাটন করা জরুরি। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের জন্য শান্তিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার পরিবর্তে নানা উপায়ে তা বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে একটি জাতির ভিত্তিস্তর। ১৯৯৩ সাল থেকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পর তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ, শিক্ষা উপবৃত্তি, অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও খাদ্য ব্যবস্থাসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে এমন পদক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও ঝরে পড়ার ঘটনা দুঃখজনক।

ঝরে পড়ার প্রধান কারণ হিসেবে সরকার ভুয়া ভর্তি ও দারিদ্র্যকে দায়ী করলেও বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে শিক্ষার পেছনে অতিমাত্রায় ব্যয়ই ঝরে পড়ার প্রধান কারণ। সমাজের দরিদ্র ব্যক্তিটিও চান, তার সন্তান লেখাপড়া করুক। কিন্তু দেশে শিক্ষা নিয়ে যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে, নোট-গাইড আর প্রাইভেট-কোচিংয়ের যে দৌরাত্ম্য চলছে— কম আয়সম্পন্ন পরিবারগুলো এতে টিকতে পারে না বলেই ঝরে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। তবে বিদ্যালয়ে না যাওয়া ও ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে আর্থিক অসঙ্গতি যেমন দায়ী, তেমনি বাল্যবিয়ে ও কুসংস্কারসহ নানা ধরনের সমস্যাও রয়েছে। আইনগত বিধিনিষেধ থাকার পরও দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে না। শিশুরা স্কুলে না গিয়ে জীবিকার তাগিদে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় এনে এর সমাধান খুঁজতে হবে; তা না হলে শিক্ষাবঞ্চিত শিশুরা একদিন দেশের জন্য বোঝা হয়ে উঠতে পারে। যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ঝরে পড়ার হার অব্যাহত থাকলে এ আইনের কোনো উপযোগিতা থাকবে না। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এ পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা ও কথাবার্তা কম হয়নি। অব্যবস্থাপনা, অদূরদর্শিতা, দুর্নীতি ও রাজনীতিকরণের ঘূর্ণাবর্তে এর অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। প্রাথমিকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার প্রকৃত কারণগুলো জানা গেছে, এবার তা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে— এটাই প্রত্যাশা।